



A-level BENGALI

PAPER 3 SECTION C QUESTION 6

Insert for Multi-skill task

V1.0

Materials

- Listening material
- Combined question paper/answer booklet

Instructions

- Listen to the recording provided and read the passage in this insert.
- Make notes in this booklet in the spaces provided on both the recording and the reading passage.
- Use these notes to respond to the essay title in the combined question paper/answer booklet. (Section C Question 6)

Information

- The notes you write in this booklet will not be marked but you should use the information from your notes to write your essay.

Blank Page

Reading

উৎসব ও ঐতিহ্য/ডিজিটাল বিশ্বের বিবর্তন

উৎসব পালন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা অনেকভাবে ভাগ করা যেতে পারে। তরুণ ও প্রবীণ বাঙালি সমাজের সর্বত্র প্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহারকে স্বাগত জানাই। যেসব উৎসব ও ঐতিহ্য পালিত হয় সেগুলোর পরিসীমা ব্যাপক। এগুলো সাংস্কৃতিক উৎসব হতে পারে, কোনো সময় ধর্মীয় উৎসবও হতে পারে, এমনকি অতীত জীবনের ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসবও হতে পারে যা এখনও সারা বাঙালি বিশ্বে পালিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম একটি বোতামের স্পর্শে ভাগাভাগি করে উপভোগ করা যেতে পারে। যুবক ও প্রবীণরা যেন তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলে উৎসব পালন করতে সক্ষম হয় এবং এই ঐতিহ্য বোধজ্ঞান হারিয়ে না ফেলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করার জন্যও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোকজন আঞ্চলিক খাওয়াদাওয়া ও উৎসবের অংশ হিসেবে প্রথা অনুযায়ী পরিবেশনকৃত বিশেষ পারিবারিক খাবারের ছবি তুলতে পারে এবং তারপর এসব ছবি সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ভাগাভাগি করতে পারে অথবা পুরনো উপায়ে এর রেকর্ড রাখতে পারে। ই-মেইলে বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে উৎসব ও ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ছবি পাঠালে অন্যান্য সংস্কৃতির লোকজনও এসব উৎসব উপভোগ করার সুযোগ পায়। এমনকি বিশ্বজুড়ে যেসব বাঙালি তাদের সংস্কৃতির অংশ এই উৎসবগুলোতে যোগ দিতে অক্ষম তারাও সামাজিক মিডিয়ায় এসব ছবি দেখে ও মন্তব্য লিখে উৎসবে সামিল হতে পারে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো দুর্গাপূজা। অনেক বছর আগে যখন হিন্দু ও মুসলমানের আন্দোলন তেমন জোরদার হয়নি এবং ধর্মীয় ভেদাভেদও প্রখর ছিলো না, দুর্গাপূজায় তখন উৎসাহের সঙ্গে সবাই যোগ দিতো। ঐ একটি বিশেষ দিনে, গ্রামীণ সমাজের লোকজন তাদের দৈনন্দিন জীবনে আনতো বৈচিত্র্য এবং রোজকার জীবনের একঘেয়েমী থেকে ছাড়া পাওয়ার সুযোগ পেতো। এ উপলক্ষে লোক-সমাগমের জন্য উন্নতমানের ভোজ ও থিয়েটারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এই ধরনের অনুষ্ঠানের অনেক রেকর্ড ইন্টারনেটে দেখে উপভোগ করা যায়।

বর্তমান বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছে আরেকটি উৎসব যার সঙ্গে ধর্ম বা সত্যিকারের কোনো প্রথার সম্পর্ক নেই। সেটি হলো বাংলা নববর্ষ। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে মহাসমারোহে পালিত হয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসবটি। বাঙালিরা এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক উৎসবটি কীভাবে পালন করে সে কথা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ছবি পাঠানো হয়।

